আলা হযরতের উত্তম আচরণ

12-May-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণ ভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাক** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُم অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিমে বসে, যাতে না **আল্লাহ পাকের** যিকির করা হয় আর না **তাঁর নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ পড়া হয়, তবে (কিয়ামতের দিন) সেই মজলিশের জন্য আফসোসের কারণ হবে। ব্যস **আল্লাহ পাক** চাইলে তাদের আযাব দিবেন আর চাইলে তবে ক্ষমা দিবেন। **(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৭, হাদীস নং-৩৩৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন। যেমন: নিয়্যত করুন! ✯ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ✯ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ✯ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আলা হযরত! ১০ শাওয়ালুল মুকাররম আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক বিলাদতের দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি ইবাদত, তাকওয়া ও পরহেযগারী, ইশকে রাসূল, বিনয় ও নম্রতা এবং ইলম ও আমলের অনুসারী ছিলেন, اِنْ شَآءَ الله আজকের এই সাপ্তাহিক ইজতিমায় আমরা বরকত ও রহমত অর্জনের জন্য আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তম আচরনের কিছু ঝলক এবং ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমেই একটি উপদেশ মূলক ঘটনা শ্রবণ করি:

অহঙ্কারের প্রতি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অসন্তুষ্টি

খলিফায়ে আলা হযরত মাওলানা সৈয়দ আইয়ুব আলী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো, এক লোক আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত

মাওলানা শাহ ইমা আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হতেন এবং আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও মাঝে মাঝে তার বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। একবার হুযুর (আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) তার বাড়িতে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তার মহল্লার একজন বেচারা গরীব মুসলমান ভাঙ্গা পুরোনো খাটে যা বাইরে উঠানে পরে ছিলো তাতে বিব্রত অবস্থায় বসে ছিলো, তখন বাড়ির মালিক খুবই কড়া নযরে তার দিকে তাকাতে লাগলো, এমনকি সে লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে উঠে চলে গেলো। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাড়ির মালিকের এই আচরণে খুবই কষ্ট পেলেন কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুদিন পর সে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এখানে আসলো। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ তাঁর খাটে জায়গা করে দিলো, সে বসা অবস্থায় করীম বখশ নামক নাপিত হুযুর (আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দাঁড়িতে) খত বানানোর জন্য আসলো, সে এই চিন্তায় ছিলো যে কোথায় বসবে? আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: ভাই করীম বখশ! দাঁড়িয়ে কেন? মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই এবং ঐ লোকের পাশে বসার জন্য ইশারা করলেন, সে বসে গেলো, অতঃপর সেই লোকের রাগের অবস্থা এমন হলো যে, যেমন সাপ ফুঁস ফুঁস করে, সে দ্রুত উটে চলে গেলো, অতঃপর আর কখনো এলো না। **(হায়াতে আলা হযরত, ১০৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে ইমাম আহমদ রযা! আপনারা শুনলেন যে, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব এবং মুসলমানদের মাঝে সমতা বজায় রাখার ব্যাপারে কিরূপ দৃঢ় মাদানী মানসিকতা প্রদর্শন করতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমলীভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মুসলমান হোক যতই ধনী ও সম্পদশালী, হোক দুনিয়াবী সম্মান ও

মর্যাদাবান বা হোক কোন উচ্চ বংশীয় তার কখনোই এই অধিকার নেই যে, কোন মুসলমানকে নিজের চেয়ে নগন্য মনে করা, কোন জায়িয পেশার লোককে মানুষের সামনে অপমান করার বরং একজন মুসলমান হিসেবে প্রত্যেকের সাথে ভাল ব্যবহার করা, সবার মন খুশি করার জন্য মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করা, তাকে সম্মানের সহিত বসানো এবং মুসলমানের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ইসলামী শিক্ষারই একটি অংশ, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজ আমরা ইসলামী শিক্ষাকে ছেড়ে দিয়ে জানিনা কিভাবে চলছি এবং নিজের জাতি (Nation), ভাষা (Language) এবং বংশের (Caste) কারণে গর্ব করছি এবং নিজেকে অপরের চাইতে উত্তম ও উচ্চ মনে করছি অথচ **আল্লাহ পাকের** নিকট সেই মুসলমান বেশি সম্মান ও মর্যাদাবান, যে তাকওয়া ও পরহেযগারীতে অপরের চেয়ে বেশি হয়।

২৬তম পারার সূরা হুজরাতের **১৩** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় **আল্লাহ**র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয় **আল্লাহ** জানেন, খবর রাখেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! বর্তমানে আমাদের সমাজ খুবই দ্রুততার সহিত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যাকে দেখি সেই নিজের বংশ ও গোত্রকে উত্তম মনে করে গর্ব করে এবং অপর বংশীয়দের নিকৃষ্ট মনে করতে থাকে, যার কারণে ইসলামী ভাতৃত্ব বন্ধন শেষ হয়ে যাচ্ছে,

পরস্পরের মাঝে ঘৃণা এবং শত্রুতা শিকড় গজাচ্ছে। অনেক সময় এই শত্রুতা ও ঝগড়া, মারামারি বৃদ্ধি পেয়ে হত্যাকান্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! তোমাদের **প্রতিপালক** এক এবং তোমাদের পিতা এক। শুনে নাও! কোন আরবীর আযমীদের (আরবী নয় এমন) উপর, কোন আযমীর (আরবী নয় এমন) আরবীর উপর, কোন ফর্সা ব্যক্তির কালো ব্যক্তির উপর এবং কোন কালো ব্যক্তির ফর্সা ব্যক্তির উপর ফযীলত নেই তবে যারা পরহেযগার তারা অপরের চেয়ে উত্তম, নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** দরবারে তোমাদের মধ্যে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে বেশি পরহেযগার।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হিফযুল লিসান, ৪/২৮৯, হাদীস নং- ৫১৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আলা হযরত! ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি কৃতিত্ব এটাও যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উম্মতের সহজতা এবং কল্যাণ কামনার চেতনায় ইলমকে প্রসার করতে খুবই উন্নত এবং অনন্য কুরআনের অনুবাদ **"কানযুল ঈমান"** মুখস্ত লিখিয়ে দিলেন, যা ওলামায়ে কিরামগণ একেবারে শরীয়ত সম্মত পেয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় কুরআনে পাক **আল্লাহ পাকের** বিধান অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার পদ্ধতি সম্বলিত একটি পরিপূর্ণ কিতাব, কুরআনে করীম দুনিয়ায় বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য হেদায়ত অর্জনের অনন্য পদ্ধতি কিন্তু কুরআনের শব্দের অর্থ এবং এতে বিদ্যমান **আল্লাহ পাকের** বিধানগুলো জানতে এর অনুবাদও একটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআনে করীমের বিদ্যমান সকল উর্দু অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম উর্দু অনুবাদ হলো **"তরযুমায়ে কুরআন কানযুল ঈমান"**।

সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা আমাদের ব্যস্ততম জীবন থেকে কিছু সময় বের করে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়া।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে কোরআনের তিলাওয়াত করার জন্য ইসলামী ভাইদের জন্য মাদানী ইনআম নম্বর ৬ এ বলেন: **"আজ কি আপনি কানযুল ঈমান ও খাযায়িনুল ইরফান বা নূরুল ইরফান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত (অনুবাদ ও তাফসীর) সহকারে পড়ে বা শুনে নিয়েছেন? অথবা সীরাতুল জিনান থেকে প্রায় দুই পৃষ্ঠা পড়ে বা শুনে নিয়েছেন?"**

যদি আমরা এই নেক আমলের উপর প্রতিদিন আমল করি, তবে কুরআনে করীমের তিলাওয়াতের বরকত দ্বারা ইলমে দ্বীন বৃদ্ধি পাবে, কুরআনে করীম বুঝা সহজ হবে, জ্ঞানের ভান্ডার অর্জিত হবে। মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত আজিমুশ্শান তাফসীর **"সীরাতুল জিনান"**ও অধ্যয়ন করুন, এই তাফসীরেও অনেক সুন্দরভাবে জ্ঞানের ভান্ডার উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও মুসলমানের জন্য ইছার

হে আশিকানে ইমাম আহমদ রযা! আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উন্নত আচরণের একটি দলীল এটাও যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রিয় এবং পছন্দনিয় জিনিসও অপরকে দিয়ে দিতেন। আসুন! এসম্পর্কে তাঁর জীবনের একটি চিত্তকর্ষক ঘটনা শ্রবণ করি।

অভাব গ্রস্থকে ছাতা দিয়ে দিলেন

বর্ষাকালে অনেক সময় মসজিদে আসার সময় বৃষ্টি হয়ে থাকে। হাজী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কষ্টকে অনুভব করে একটি ছাতা (Umbrella) কিনে উপহার স্বরূপ উপস্থাপন করলেন এবং নিজের নিকটই রাখলেন, যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘর মুবারক থেকে তাশরীফ নিয়ে আসতেন তখন হাজী সাহেব ছাতা ধরে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যেতেন, তখন মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছিলো যে, একজন অভাবী ছাতাটি চাইলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাথেসাথেই ছাতাটি হাজী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে নিয়ে সেই অভাবীকে দিয়ে দিলেন।

(হায়াতে আলা হযরত, ১১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আলা হযরত! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাঝে ঈসার ও দানশীলতার কিরূপ প্রেরণা ছিলো, নিজের প্রয়োজনের জিনিসও অপরকে দিয়ে দিতেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভালভাবে জানতেন যে, ইসলাম আমাদেরকে পরস্পরের মাঝে সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়, মুসলমানের সহিত কল্যাণ কামনর শিক্ষা দেয়, একে অপরের মনে ভালবাসা সৃষ্টি করে আনন্দচিত্তে নিজের স্বত্বার উপর অপর মুসলমান ভাইকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা রাখে, অতঃপর সেই আকাঙ্ক্ষাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের উপর (অপরকে) প্রাধান্য দেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দেন। **(জমউল মাওয়ামেয়ে, হরফুল হামজা, ৩/৩৮৪, হাদীস নং-৯৫৮২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফতোয়া প্রদান ও "ফতোয়ায়ে রযবীয়া"র পরিচিতি

হে আশিকানে আলা হযরত! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের শ্রম ও চেষ্টায় দ্বীনের এমন অতুলনীয় ইলমী খেদমত করে গেছেন যে, আজও তাঁর কৃতিত্বের সাড়া পরে আছে। এই কৃতিত্বগুলোর মধ্যে এই অনন্য ও জবরদস্ত ইলমী কৃতিত্ব **"ফতোয়ায়ে রযবীয়া"** এর ৩০ খন্ড। যা প্রায় বাইশ হাজার (২২০০০) পৃষ্ঠা, ছয় হাজার আটশত সাতচল্লিশটি (৬৮৪৭) প্রশ্নের উত্তর এবং দুইশত ছয়টি (২০৬) রিসালা সমৃদ্ধ। আর হাজারো মাসআলাও মাঝে মাঝে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** কোরআনে করীম, হাদীসে রাসূল, ইজমা এবং ফুকহায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن তথ্যবলী দ্বারা সমৃদ্ধ সকল ধরনের মাসআলার এমন সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ, যা অনন্তকাল পর্যন্ত মানুষের অন্তর এবং চিন্তাকে নিজের সুগন্ধময় সুবাশ দ্বারা সুবাশিত করে এবং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার মুবারকে তাঁর উচ্চ মর্যাদায় আরো বৃদ্ধির উপায় হতে থাকবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং বান্দার হক!

হে আশিকানে ইমাম আহমদ রযা! আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উন্নত চরিত্রের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারাও করা যেতে পারে যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** হক সমূহ আদায় করার পাশাপাশি বান্দার হক সমূহ সম্পর্কেও খুবই সচেতন ছিলেন, কেননা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জানতেন যে, বান্দার হকের ব্যাপারটি **আল্লাহ তায়ালার** হকের চেয়েও বেশি স্পর্শকাতর। আসুন! বান্দার হকের অনুভূতি সম্পর্কে আলা

হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চিত্তকর্ষক ঘটনা শ্রবণ করি এবং তাঁর চরিত্রের উপর আমল করার নিয়্যত করে নিন।

শিশু থেকে ক্ষমা চাইলেন

একবার আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বেরেলী শরীফের মসজিদে ইতিকাফে বসেছিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইফতারের পর খাবার খেতেন না বরং শুধু পান খেতেন। আর সেহেরীর সময় বাড়ি থেকে শুধু একটি ছোট পাত্রে ফিরনী (Custard) অর্থাৎ এক ধরনের ক্ষীর যা দুধ এবং চাউলের আটা দ্বারা বানানো হতো আর এক পাত্রে চাটনি আসতো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তা খেয়ে নিতেন। একদিন সন্ধ্যায় পান এলো না এবং তাঁর এটা কড়া অভ্যাস ছিলো যে, খাবারের কোন কিছু চাইতেন না, সুতরাং চুপ করে রইলেন কিন্তু খুবই খারাপ লাগতে লাগলো। মাগরীবের প্রায় দুই ঘন্টা পর এক শিশু পান নিয়ে এলো, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন: এত দেরী করে আনলে কেনো? কিন্তু পরে তাঁর মনে হলো যে, এই বেচারার তো কোন দোষ ছিলো না, দোষ তো দেরী করে প্রেরণকারীর ছিলো।

সুতরাং সেহেরীর পর সেই শিশুটিকে ডাকলেন যে সন্ধ্যায় পান দেরীতে এনেছিলো এবং বললেন: সন্ধ্যায় আমি ভূল করেছি যে, তোমাকে থাপ্পড় মেরেছি, দেরীতে প্রেরণকারীরই দোষ ছিলো, অতএব তুমি আমার মাথায় থাপ্পড় মারো আর টুপি খুলে তিনি তা বারবার বলতে লাগলেন। ইতিকাফে বসা অন্যান্য লোকেরা একথা শুনে আশ্চার্য হয়ে গেলেন, সেই শিশুটিও আশ্চার্য হয়ে কাঁপতে লাগলো। সে হাত জোড় করে আরয করলো: হুযুর! আমি ক্ষমা করেছি। বললেন: তুমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, তোমার ক্ষমা করার অধিকার নেই তুমি থাপ্পড় মারো। কিন্তু সে মারার সাহস

করলো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের বক্স আনিয়ে মুষ্টি ভরে পয়সা বের করলেন এবং সেই পয়সা দেখিয়ে বললেন: আমি তোমাকে এটা দিবো, তুমি থাপ্পড় মারো। কিন্তু বেচারা এটাই বলতে লাগলো, হুযুর! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। অবশেষে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার হাত ধরে অনেক থাপ্পড় নিজের মাথা মুবারকে মারলেন অতঃপর তাকে পয়সা দিয়ে বিদায় করলেন। **(হায়াতে আলা হযরত, ১/১০৭)**

হে আশিকানে আলা হযরত! আপনারা শুনলেন যে, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ভক্তদেরকে আমলীভাবে এটা জানাতে চাইলেন যে, সে যতই বড় মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, যদি তার দ্বারা কারো মনে কষ্ট পেয়ে যায় তবে তার ক্ষমা চাইতে লজ্জা অনুভব করা উচিৎ নয়, কেননা বান্দার হকের ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর। এই কারণে বান্দা অনেক গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে, যা তার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির কারণ হতে পারে, যেমন; বান্দার হক আদায় না করাতে বান্দা অপরের মনে কষ্ট দেয়ার মতো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে এবং এই মনে কষ্ট দেয়া, হিংসা করা, মনে শত্রুতা পোষণ করার মতো অনেক গুনাহে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। এই গুনাহে পরার কারণে গীবত, চুগলী, অপবাদ, কু-ধারণা এবং অনেক কবীরা গুনাহের দরজাও খুলে যায়। যার অধিকার ক্ষুন্ন করেছে তাকে রাজি করানোর জন্য কিয়ামতের দিন নিজের নেকী সমূহও দিয়ে দিতে হতে পারে এবং নেকী না থাকা অবস্থায়া সেই লোকের গুনাহের বোঝা নিয়ে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে শিক্ষনীয় পরিণতিতে আবির্ভূত হতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও স্নেহ মমতা ও কল্যাণ কামনা

হে আশিকানে ইমাম আহমদ রযা! আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুবারক চরিত্রের একটি দিক এটাও যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দোয়া প্রার্থনা করার সময় নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত, মুরীদ ও অন্যান্য মুসলমানের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতেন। আসুন! এর কয়েকটি উদাহরণ শ্রবণ করি।

দোয়ার জন্য তালিকা বানালেন

(১) আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ফযরের নামাযের পর নিজের অযীফা পাঠের শেষে ঐসব লোকেদের জন্য নাম নিয়ে দোয়া করতেন। লোকেরা এই বিষয়ে ইচ্ছা পোষণ করতো যে, তার নামও যেনো সেই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

সবার জন্য দোয়া করি

(২) হযরত সায়্যিদুনা সৈয়দ আইয়ুব আলী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একদিন আমি অনেক চিন্তিত ছিলাম, দোয়ার জন্য বললে আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দোয়া করলেন এবং আমাকে ও আমার ভাই সৈয়দ কানাআত আলীকে বললেন: তোমরা উভয়ের নামও আমি দোয়ার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছি, যা ধীরে ধীরে অনেক বড় হয়ে গেছে, সেই সকল নাম আমার স্মরণ আছে, প্রতিদিন সবার জন্য নাম নিয়ে দোয়া করি।

(ফয়যানে আলা হযরত, ১৮০ পৃষ্ঠা)

জানাযায় অধিকহারে দোয়া করতেন

(৩) আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সকল আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের জন্য মনের টান অনুভবকারী ছিলেন, অতএব তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অধিকহারে

জানাযায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং মৃতের প্রতি সহানুভূতি এমনভাবে প্রকাশ করতেন যে, জানাযার সময় এবং জানাযার পর মৃতের জন্য অধিকাহারে দোয়া করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেই সৌভাগ্যবানের জানাযার নামায পড়াতেন, তখন সেখানে উপস্থিত মানুষের এমন মনে হতো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের শাফায়াতের ক্ষমতা ব্যবহার করে তার মাগফিরাত করাচ্ছেন। **(হায়াতে আলা হযরত, ৫৫২ পৃষ্ঠা)**

পিতামাতা, শিক্ষক ও সকল মুসলমানের জন্য দোয়ার গুরুত্ব

হে আশিকানে ইমাম আহমদ রযা! আমাদেরও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চরিত্রকে অনুসরন করে শুধু নিজের জন্য নয় বরং নিজের পিতামাতা, শিক্ষক মহোদয়, আত্মীয়-স্বজন এবং সকল মুসলমানের জন্যও দোয়া করা উচিৎ।

হযরত সায়্যিদুনা আবুশ শায়খ আসবাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, আমাকে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য কল্যাণের দোয়া করে, কিয়ামতের দিন যখন তাদের বৈঠকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে: এরা হলো তারা, যারা তোমাদের জন্য দুনিয়ায় কল্যাণের দোয়া করতো, অতএব তারা তাদের শাফায়াত করবে এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করবে, একে জান্নাতে নিয়ে যাবো।" **(ফয়যানে দোয়া, ৮৬ পৃষ্ঠা)**

কুরআনে করীমে মুসলমানের জন্য দোয়া করার ব্যাপারে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ
(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর হে **মাহবুব**! আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও নারীদের পাপরাশির ক্ষমা-প্রার্থনা করুন!

হাদীসে পাকে রয়েছে: **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে মাগফিরাত করুন) বলতে শুনলেন, ইরশাদ করলেন: যদি সকল মুসলমানকে দোয়ায় অন্তর্ভূক্ত করে নিতে তবে তোমার দোয়া কবুল হতো।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সিফতুস সালাত, ২/২৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৩০ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরতের চরিত্রকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করার জন্য নিজের কর্মকান্ডকে উত্তম বানানোর জন্য এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আর যেলী হালকার **১২**টি দ্বীনি কাজে অধিক পরিমাণে অংশ গ্রহণ করুন। দাওয়াতে ইসলামীর **১২**টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো নেক আমল রিসালাও পূরণ করা। আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রদান কৃত ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ৩০ নং নেক আমল হলো এটাই যে, আপনি কি আজ ঘর, অফিস, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আসতে যেতে এবং গলি দিয়ে অতিক্রম করার সময় রাস্তায় দাঁড়ানো বা বসা মুসলমানদের সালাম দিয়েছেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে ৭২টি নেক আমল দিয়েছেন যদি আমরা তার উপর আমলকারী হয়ে যায় তাহলে

আমাদের উভয় জগতে অসংখ্য বরকত নসীব হবে, আর আমরা আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে যাবো। আর এর বরকতে আমাদের অনেক কাজ নেক আমলে পরিণত হবে, প্রকৃত পক্ষে যদি আমরা কোন কাজ সুন্নাত অনুযায়ী সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে করি তাহলে নিঃসন্দেহে এর পুরস্কার ও সাওয়াব পাবো আর আমাদের দৈনন্দিন কাজও নেক হয়ে যাবে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করার সামর্থ্য দান করুক। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের আলা হযরতের প্রতি ভালবাসা

হে আশিকানে আলা হযরত! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কেও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সত্যিকার প্রেমিক হিসেবে গন্য করা হয়, কেননা যাকে আলা হযরতের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ইলমী কৃতিত খুবই প্রভাবিত করেছে, এই কারণেই যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরতের শিক্ষা অনুযায়ী দ্বীনে মতীনের খুবই অসাধারণ পদ্ধতিতে খেদমত করে যাচ্ছেন। যার প্রকাশ্য প্রমাণ তাঁর প্রভাবময় রচনা, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর মাদানী মুযাকারায় রয়েছে, যা কানযুল ঈমানের অনুবাদ, ফতোয়ায়ে রযবীয়ার অংশবিশেষ এবং হাদায়িকে বখশীশের অনুভূতি প্রবণ ও ভাবাবেশপূর্ণ নাত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ভক্তি ও ভালবাসার সদকা যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের জীবনের প্রথম রিসালা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনী সম্পর্কে লিখেন, যার নাম **"ইমাম আহমদ রযার জীবনী"** রেখেছেন

এবং এটি ২৫ সফরুল মুজাফ্ফর ১৩৯৩ হিজরীর **"রযা দিবস"** এর প্রাক্কালে প্রকাশিত হয়।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভক্তির অনুমান এই বিষয়টি থেকেও সুন্দরভাবে করা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর মাদানী মুযাকারা এবং সাক্ষাতের জন্য আগত ওলামা ও মুফতীয়ানে কিরাম, জামেয়াতুল মদীনার ছাত্র এবং সাধারণ মানুষদের মাসলামে আলা হযরতের উপর অটল থাকা এবং ইমামে আহলে সুন্নাতের কোন বাণী বুঝে না আসলে মতানৈক্য না করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন,

একবার তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর প্রতি আমাদের জ্ঞান উৎসর্গ। আলা হযরতের (প্রত্যেক) বাণী আমরা গ্রহণ করলাম। একবার জামেয়াতুল মদীনার তাখাচ্চুচ ফিল ফিকহ (মুফতী কোর্স) এর ছাত্রদের বলেন: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি ছিলেন **আল্লাহ পাক** ওলী, সত্যিকার আশিকে রাসূল এবং আমাদের স্বীকৃত বুযুর্গ, তাঁর প্রতি ভক্তি মনের গভীরে স্বযত্নে সাজিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক (Necessary)। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় ইরশাদ হচ্ছে: اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ অর্থাৎ বরকত তোমাদের বুযুর্গদের সাথেই রয়েছে। (মুস্তাদরিক লিল হাকীম, কিতাবুল ঈমান, ১/২৩৮, হাদীস নং-২১৮) আপনাদের মধ্যে যদি কারো আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি মতানৈক্যের সামান্যতম মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া শুরু করে, তবে জেনে নিন مَعَاذَ الله আপনাদের ধ্বংসের দিন শুরু হয়ে গেছে, সুতরাং দ্রুত সতর্ক হয়ে যাবেন এবং এই মতানৈক্যের খেয়ালকে ভুল শব্দের ন্যায় মন থেকে মিটিয়ে দিবেন, ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত

কোন মাসআলা যদিও আপনাদের জ্ঞানে গ্রহণ করছে না, তবু এসম্পর্কে নিজের ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাবেন না, বরং না বুঝার জন্য নিজের জ্ঞানেরই দূর্বলতা (Lackness) মনে করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও আত্মপরিতৃপ্ততা

হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আইয়ুব আলী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো: এক লোক (আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে) মিঠাইয়ের হাঁড়ি পেশ করলে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (তাকে) বললেন: এত কষ্ট করলেন কেন? সে বললো: সালাম করার জন্য উপস্থিত হয়েছি, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সালামের উত্তর দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: কোন কাজ আছে? সে আরয করলো: কিছু না, হুযুর! শুধু কেমন আছেন জানতে এসেছিলাম। বললেন: **আল্লাহ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহ। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: কিছু বলবেন? সে তখনও না সূচক উত্তর দিলো। এরপর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই মিঠাই বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। এবার সেই ব্যক্তি তাবীযের আবেদন করলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি তো আপনার নিকট তিনবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু আপনি কিছু বলেননি, আচ্ছা বসুন এবং তাঁর ভাতিজা আলী আহমদ খাঁন সাহেব (যে তাবীয দিতো) এর কাছ থেকে তাবীয আনিয়ে সেই লোককে দিলেন আর সাথে সাথে কিফায়াত উল্লাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইঙ্গিত পেয়েই বাড়ি থেকে মিঠাইয়ের হাঁড়ি আনিয়ে সামনে রেখে দিলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই মিঠাই এই কথা বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, **"এই হাঁড়িটি সাথে নিয়ে যান, আমার এখানে তাবীয বিক্রি**

হয় না।” সে অনেক অনুনয় বিনয় করলো, কিন্তু গ্রহণ করেননি, অবশেষে বেচারা নিজের মিঠাই ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। **(হায়াতে আলা হযরত, ৯৬ পৃষ্ঠা)**

দারুস সুন্নাহ বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও অধিক বিভাগে দ্বীনি মতীনের খেদমতে ব্যস্ত রয়েছে, ঐ বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো দারুস সুন্নাহ, যার মাধ্যমে আশিকানে রাসূলকে সাংগঠনিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, এজন্য মাদানী মরকযের মধ্যে দারুস সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যাতে মাদানী মরকযে আগত আশিকানে রাসূলকে ইলমে দ্বীন, সুন্নাত ও আদব শেখানো হয়, বিশুদ্ধ কুরআনে পাকের তিলাওয়াত শেখানো হয়, এমনকি যে আশিকানে রাসূল আল্লাহ পাকের রাস্তায় মাদানী কাফেলায় সফর করে তাঁদের সফরের পূর্বে সফরের আদব, সফরের সুন্নাত ও মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করে দারুস সুন্নাহ হতে দিক নির্দেশনা দিয়ে মাদানী কাফেলায় পাঠানো হয় এবং মাদানী কাফেলা হতে ফিরে এসে কারকারদিগীও দারুস সুন্নাহতেই নিয়ে যাওয়া হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চরিত্রের আরো একটি আলোকিত অধ্যায় এটাও যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যাধিক ব্যস্ততার পরও জামাআত সহকারে নামায পড়তেন, এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামাযের জামাআত ছাড়তেন না। আসুন! এ প্রসঙ্গে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনের একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও জামাআত সহকারে নামায

আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পায়ের আঙ্গুল পেকে গিয়েছিলো, তাঁর বিশেষ সার্জন (Surgeon) তাঁর আঙ্গুলের অপারেশন করলো, ব্যান্ডেজ (Bandage) বাঁধার পর তিনি আরয করলেন: হুযুর! যদি নড়াচড়া না করেন তবে এই ক্ষত দশ (১০) /বার (১২) দিনে ঠিক হয়ে যাবে, অন্যথায় বেশি সময় লাগবে, তিনি তা বলে চলে গেলেন, এটা কিভাবে সম্ভব যে, মসজিদে উপস্থিতি এবং নামাযের জামাআত ছেড়ে দিবে। যখন যোহরের সময় হলো তখন আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অযু করলেন, দাঁড়াতে পারছিলেন না, তখন বসে দরজা পর্যন্ত এসে গেলেন, লোকেরা চেয়ারে বসিয়ে মসজিদে পৌঁছে দিলেন এবং তখনই মহল্লাবাসী ও বংশীয় লোকেরা এটা সিদ্ধান্ত নিলো যে, প্রত্যেক আযানের পর আমাদের মধ্যে চারজন শক্তিশালী লোক চেয়ার নিয়ে উপস্থিত হবো এবং খাট থেকে চেয়ারে বসিয়ে মসজিদের মেহরাবের নিকট বসিয়ে দিবো। এভাবে প্রায় এক মাস পর্যন্ত নিয়মিত চলতে থাকলো। যখন ক্ষত ভাল হয়ে গেলো এবং তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ স্বয়ং চলার উপযুক্ত হয়ে গেলেন তখন এই অবস্থা শেষ হলো। আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নামায নয় বরং জামাআত ছুটে যাওয়াও শরয়ী কারণ ছাড়া সম্ভবত কারো পছন্দ ছিলো না।

(ফয়যানে আলা হযরত, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আলা হযরতের চিন্তাধারা ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**, ইলমে দ্বীনকে প্রসার করার এবং দ্বীনে মতীনের খেদমতে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম

আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর লিখিত ১০টি উল্লেখযোগ্য মূলনীতির উপর আমল করছে। আসুন! সেই ১০টি মূলনীতি এবং এর আলোকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সংক্ষিপ্ত দ্বীনি খেদমত পর্যবেক্ষন করুন:

(১) আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী: আজিমুশশান মাদরাসা খোলা হউক, যেখানে নিয়মিত শিক্ষা অব্যাহত থাকবে।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এই পবিত্র উদ্দেশের আলোকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দেশ বিদেশে ৬০২টি জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা), ২৯৮০টি মাদরাসাতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) এবং ৫৩টি দারুল মদীনা (বালক ও বালিকা) প্রতিষ্ঠা করেছে।

(২) আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী: শিক্ষার্থীদের এমন ভাতা দেওয়া, যাতে যেকোন ভাবেই তাদের মাঝে ইলমে দ্বীনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদরাসা ও জামেয়ার আবাসিক শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি তাদের খাওয়া দাওয়া, থাকা ও চিকিৎসা মজলিশের অধিনে ফ্রি চিকিৎসা সেবাও দিয়ে থাকে, আর তাখাচ্ছুচ ফিল ফিকহ অর্থাৎ শরয়ী মাসআলায় দক্ষতা অর্জন কোর্স এবং তাখাচ্ছুচ ফিল হাদীস অর্থাৎ ইলমে হাদীসে দক্ষতা অর্জন কোর্স করা শিক্ষার্থীদের খেদমতে এই সকল সুবিধা ছাড়াও শিক্ষা ব্যয়ের জন্য উপযুক্ত টাকাও প্রদান করা হয়।

(৩) আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী: ভাল কার্যবিবরনীর প্রেক্ষিতে শিক্ষকবৃন্দকে ভাল বেতন দেয়া, যাতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যায়।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এই মূলনীতির উপর আমল করে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল

মদীনার শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষিকাবৃন্দকে মাসিক বেতনের পাশাপাশি বোনাস ও নির্দিষ্ট ছুটি না করার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ছয় মাসে এই ছুটি সমূহের টাকাও প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয় বরং অতি উত্তম, উত্তম এবং মোটামুটি পর্যায় ভিত্তিক বাৎসরিক বৃদ্ধিও করা হয় আর নির্দিষ্ট সময়সীমার হিসেবে গ্রেড এবং বেতনও বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়াও চিকিৎসা মজলিশের অধিনে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের ফ্রি চিকিৎসা সেবাও প্রদান করে থাকে।

(৪) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী: শিক্ষার্থীদের অবস্থাকে পরখ করা, যে যেই কাজে বেশি উপযুক্ত মনে হয়, তাকে সেই অনুযায়ী শিক্ষা ব্যয়ের জন্য ভাল ভাতা দিয়ে সেই কাজে লাগানো। এভাবে তাদের মধ্য থেকে কিছু মুদাররীস (শিক্ষক), কিছু মুবাল্লিগ (দরস ও বয়ানকারী), কিছু মুসান্নিফ (কিতাব লিখক) বানানো, অতঃপর কিতাব লিখার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা থাকা, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বিষয়ের দক্ষতা অর্জন করবে ও

(৫) তাদের মধ্যে যারা প্রস্তুত হয়ে যায় তাদেরকে বেতন দিয়ে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, যাতে লিখনী, বক্তৃতা ও ওয়াজ (দরস ও বয়ান) এর মাধ্যমে দ্বীন ও মাযহাবকে প্রসার করতে পারে।

বর্ণনাকৃত এই মূলনীতির আলোকে যদি শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে লাগানো সম্পর্কে দেখেন তবে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে প্রতিষ্ঠিত জামেয়াতুল মদীনা থেকে বের হওয়ার পর যদি কোন মাদানী পাঠদানের উপযুক্ত ও ইচ্ছা পোষণ করে তবে তাকে তাদরীসি কোর্স করানো হয় অতঃপর জামেয়াতুল মদীনায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। মুফতী হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ও আগ্রহী মাদানীকে শরয়ী মাসআলা এবং এরপর ফতোয়া লিখার অনুশীলন করানো হয়। এই সকল ধাপে সফলভাবে উত্তির্ণ হওয়ার পর দারুল ইফতা

আহলে সুন্নাতে নিজের খেদমত প্রদান করার সুযোগ প্রদান করা হয়। কিতাব লিপিবদ্ধ করা ও নিরীক্ষণ করার যোগ্যতা সম্পন্ন মাদানী ওলামাদের ইলমী ও নিরীক্ষণ বিভাগ **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া"**য় সুযোগ প্রদান করা হয়। মাদানী ওলামাদের ইংরেজি, আরবী এবং চাইনিজ ইত্যাদি ভাষা শিখিয়ে বিভিন্ন দেশের জামেয়া, মাদরাসা, মসজিদ এবং দারুস সুন্নায় পাঠানো হয়। এই পর্যন্ত ১০০ জনেরও বেশি মাদানী ওলামা বিদেশে বিভিন্ন খেদমত করে যাচ্ছে।

(৬) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী: কিতাব লিখার যোগ্যতা সম্পন্নদের নযরানা দিয়ে তাদের মাধ্যমে ধর্মের সমর্থনে এবং বদ মাযহাবিদের প্রত্যাখ্যাত করে উপকারী কিতাব ও রিসালা লেখানো। আর

(৭) লিখিত রিসালা উন্নত ও সুন্দরভাবে ছাপিয়ে দেশে বিনামূল্যে বন্টন করা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই দু'টি মূলনীতির উপর আমল করে **আল মদীনাতুল ইলমিয়া** নামে প্রায় ১১ বছর ধরে লেখনীর কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করে যাচ্ছে, এই সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রায় ৫০০টি কিতাব ও রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়ে এসে গেছে আর ৩২০টিরও বেশি কিতাব ও রিসালা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে আর ডজন খানেক কিতাবের অনুবাদ অব্যাহত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"রিসালা বন্টন মজলিশ"** এর অধিনে অসংখ্য আশিকানে রাসূলের নিকট ফ্রি কিতাব ও রিসালা এবং **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"** পৌঁছানো হয়ে থাকে আর অসংখ্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাত এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের মাসিক হিসেবেও কিতাব ও রিসালা উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়।

(৮) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী: বিভিন্ন শহরে আপনার প্রতিনিধি থাকবে, যেখানে যে ধরনের মুবাল্লিগ বা লিখকের প্রয়োজন হয়, তারা আপনাকে অবগত করবে। আপনি ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় আপনার ওলামা, ম্যাগাজিন এবং রিসালা প্রেরণ করতে থাকবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বীনের খেদমত ও ইলমের উন্নয়নের এই মূলনীতির উপরও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যথেষ্ট আমল করছে, যার একটি অংশ হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী** দেশ ও বিদেশে সুন্নাতের খেদমতের জন্য সফরকারী মাদানী কাফেরা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণ ও শূরার সদস্যগণ বিভিন্ন সময়ে নেকীর দাওয়াত প্রদানের জন্য দাওরাও করে থাকেন। ইসলামী ভাইদের ও ইসলামী বোনদেরও বিভিন্ন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এছাড়াও দেশ ও বিদেশে নেট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক পরিসরে কিতাব ও রিসালাও পৌঁছানো হচ্ছে।

(৯) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী: যারা আমাদের মাঝে দ্বীনি কাজের উপযুক্ত রয়েছে কিন্তু নিজের পেশায় (হালাল রিযিক উপার্জনে) লিপ্ত রয়েছে, তাদের বেতন নির্ধারণ করে রিযিকের (থাকা খাওয়ার) চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেয়া এবং যে (দ্বীনি) কাজে তার দক্ষতা রয়েছে সেই কাজ প্রদান করা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে একটি বিভাগ **"মাদানী নিয়োগ"** নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এই বিভাগের অধিনে উপার্জনের চিন্তায় মগ্ন উপযুক্ত এবং দক্ষতা সম্পন্ন মাদানী ওলামাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের যোগ্যতা অনুসারে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রায় ১০৭টি বিভাগের যেকোন বিভাগে ভাল বেতনে

তাদের নিয়োগ দেয়া হয়, শুধুমাত্র ৪ বছরে এই বিভাগের অধিনে ২০০০ এরও বেশি মাদানী ওলামাকে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। (১০) ধর্মীয় পত্রিকা প্রকাশিত হবে এবং মাঝে মাঝে সকল প্রকারের ধর্মীয় সমর্থনীয় বিষয়ে সকল দেশে এটি মূল্যের বিনিময়ে বা বিনা মূল্যে প্রতিদিন বা কমপক্ষে সপ্তাহে পৌঁছাতে থাকবে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৫৯৯)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী "মাদানী চ্যানেল"** এবং **"আইটি"** এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রিক মিডিয়া আর অন্যান্য কিতাব ও রিসালা ছাপানোর পাশাপাশি **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"** প্রকাশের মাধ্যমে প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ফিকরে রযাকে প্রসার করার কাজে সদা ব্যস্ত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! অধ্যয়ন করা সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) ইরশাদ হচ্ছে: আল্লাহ পাকের নিকট এটা পছন্দ যে, বান্দা যেন প্রতিটি লোকমায় এবং প্রতিটি চুমুকে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। **(মুসলিম, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, হাদীস নং-৬৯৩২, ১১২২ পৃষ্ঠা)** (২) তোমাদের উচিত, মুখকে যিকির দ্বারা সিক্ত রাখা এবং অন্তরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার দ্বারা সতেজ রাখা। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/২১৯, হাদীস নং-৫৯০)** ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। **(শোকর কে ফাযায়িল ১২**

পৃষ্ঠা) ✯ আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজিব। (খাযাইনুল ইরফান, ২ পারা, সূরা বাকারা ১৭২ নং আয়াতের পাদটীকা) ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সামর্থ্য অর্জন করা মহান সৌভাগ্যের ব্যাপার। (খাযাইনুল ইরফান, ২ পারা, সূরা বাকারা ১৭২ নং আয়াতের পাদটীকা ১২ পৃষ্ঠা) ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে নেয়ামতের হিফাযত হয়। (খাযাইনুল ইরফান, ২ পারা, সূরা বাকারা ১৭২ নং আয়াতের পাদটীকা ১২ পৃষ্ঠা) ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই নেয়ামত বৃদ্ধির মাধ্যম হয়ে থাকে। (খাযাইনুল ইরফান, ২ পারা, সূরা বাকারা ১৭২ নং আয়াতের পাদটীকা ১২ পৃষ্ঠা) ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞপন করা আল্লাহ ওয়ালাদের অভ্যাস। (খাযাইনুল ইরফান, ২ পারা, সূরা বাকারা ১৭২ নং আয়াতের পাদটীকা ১২ পৃষ্ঠা)

-: ঘোষণা :-

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুলসমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**